... সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্লাসিক আদর্শের অনুগামী 'Classicist in literature'।

(৯) *রোমান্টিকতা (Romanticism) : যুক্তিবাদী দর্শন, বস্তুতান্ত্রিক জীবনবীক্ষা ও নব্য-ধ্রুপদী সাহিত্যাদর্শে ভাববস্তু ও আঙ্গিকের কঠোর নিয়মানুগত্যের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প নন্দনভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের কাব্য সংকলন *লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্*-এর প্রকাশ এই আন্দোলনের জন্মলগ্ন বলে সাধারণভাবে চিহ্নিত হলেও অষ্টাদশ শতকের শৃঙ্খলা ও সংযমের অনুশাসনে শাসিত কেতাকানুন ও পরিমিতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্প-সাহিত্য তথা জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল টমসন, গ্রে, বার্নস্, ব্লেক প্রমুখের কবিতায়, ওয়ালপোল, র‍্যাডক্লিফ, লিউইসের রোমাঞ্চধর্মী গথিক উপন্যাসে। 'ক্ল্যাসিসিজম' তথা 'নিও-ক্ল্যাসিসিজম'-এর সংযম ও নিয়মানুগত্যের কঠোর নিগড়কে অস্বীকার করে ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের সাহায্যে, কল্পনার অবাধ স্বাধীনতায় এক অনুভববেদ্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্যলোক সৃষ্টির বাসনা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো।

রোমান্টিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে এত বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে যে মনে হয় জেরোম হ্যামিলটন বাকলের *The Victorin Temper* গ্রন্থের ঐ কথাটিই ঠিক—'Romanticism has already passed into the realm of the unknowable.' সংক্ষেপে রোমান্টিকতার সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব এবং রোমান্টিক সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব এমন একটি বিস্তৃত বহুমাত্রিক ভাবনা যে, কোনো একটি দেশ ও কালপর্বের সীমারেখায় তাঁকে বেঁধে দেওয়া সঙ্গত নয়। তবে মোটের ওপর অভিজাত রক্ষণশীলতা ও প্রাকরণিক বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কল্পনার নির্বাধ মুক্তির আনন্দে শিল্প-সাহিত্যকে নানা রূপে-রসে সৌন্দর্যচেতনায় অভিসিঞ্চিত করাই ছিলো রোমান্টিক আন্দোলনের সার কথা। অধ্যাপক হারফোর্ডের ভাষায় 'রোমান্টিকতা' হলো কল্পনাশক্তির এক অভূতপূর্ব বিকাশ—'an extra-ordinary developement of imaginative sensibility' : কলাকৈবল্যবাদী ওয়ালটার পেটার একে বলেছেন সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে তীব্র কৌতূহলবোধের সংযোগ 'the addition of strangeness to beauty'; আবার থিওডোর ওয়াট্‌স্ ডান্‌টন্ রোমান্টিক চেতনা বলতে স্রষ্টার চিত্তে এক অনির্দেশ্য

রহস্যবোধের জাগরণের উল্লেখ করেছেন—'the Renascence of Wonder' : ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম ইতিহাসকার এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট 'রোমাণ্টিকতা' বলতে বুঝেছেন 'প্রকৃতির অভিমুখে প্রত্যাবর্তন'–'The Return to Nature'।

যদিও 'ক্ল্যাসিসিজম' ও 'রোমাণ্টিসিজম'-এ দুয়ের মধ্যে কোনো মৌল বিরোধ নেই এবং দুটি প্রবণতার মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেওয়া যায় না, যদিও প্রখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচের মতে, 'A great poet is both Classic and Romantic', তবু সাধারণভাবে রোমাণ্টিক আন্দোলনকে পর্যালোচনা করা হয় 'ক্ল্যাসিসিজম'-এর বিরুদ্ধ অবস্থানে। ধ্রুপদী শিল্প-সাহিত্য যেখানে মুখ্যত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাখর্য, নির্মাণকলার ত্রুটিহীন প্রয়োগ, বহির্জীবনের বিশ্লেষণী চিত্রণ ইত্যাদি যেখানে প্রধান, সেখানে রোমাণ্টিক কবি-লেখকের জগৎ অন্তর্মুখী ও ছায়াময়, তার ভাববস্তু অর্ধস্ফুট, আবেগমণ্ডিত, ব্যঞ্জনাধর্মী।

'রোমাণ্টিকতা'-র যে যুগান্তকারী আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কিট্স্ ও বায়রনের মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা, তার ভরকেন্দ্রে ছিলো কবিমনের এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি, 'কল্পনাশক্তি' (Imagination), যা বস্তুজগৎ ও ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার সীমা অতিক্রম করে পাড়ি দেয় এক অতি-লৌকিক ভাবলোকে, কিট্সের নাইটিঙ্গেলের মধুর সঙ্গীত এবং শেলীর স্কাইলার্কের অবোধপূর্ব আনন্দ যে ভাবলোকের প্রতীক। এই 'কল্পনা', যাকে প্রাচ্যদেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় বলা চলে এক 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা', রোমাণ্টিক কবি-লেখকদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলো বস্তুতান্ত্রিক ও রক্ষণশীল শিল্পাঙ্গিকের নিরসনে এক ঐন্দ্রজালিক সৃজনীশক্তিরূপে, আর এর জোরেই রোমাণ্টিক কবি-মানস জগৎ ও জীবন, মানুষ ও প্রকৃতির গাঢ় অন্তর্লোকে ডুব দিয়েছিলো মূল্যবান, অন্তর্লীন হিরন্ময় সত্যের খোঁজে। ভাববস্তু ও আঙ্গিকের প্রথানুগত্য থেকে মুক্তি এবং প্রকাশের এক মন্ময় আত্মগত ভঙ্গী যদি এই রোমাণ্টিক ভাবনার বিশিষ্ট লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, এই আন্দোলনের পূর্বাভাস ছিলো অষ্টাদশ শতকের সত্তর দশকে জার্মানিতে উদ্ভুত 'Sturmund Drang' আন্দোলনে, যার মুখপাত্র ছিলেন হার্ডার, শিলার ও গ্যেটে।

উনিশ শতকের একেবারে শুরুতে ইংরেজি সাহিত্যে যে রোমাণ্টিক আন্দোলনের যুগক্রান্তি তার পেছনে জার্মান রোমাণ্টিকতার, বিশেষত শিলিং ও শ্লেগেল-এর ভাব-উপাদানগুলির অবদান অনস্বীকার্য। কোলরিজের সাহিত্যভাবনায় এর ছাপ স্পষ্ট। এছাড়া ছিলো ফরাসি বিপ্লবের ঝোড়ো প্রভাব এবং মধ্যযুগের রোমান্সের রহস্যাচ্ছন্ন স্বপ্নকুহক, স্মৃতিমেদুরতা। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা গিয়েছিলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি ও বায়রনের কাব্যে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আহ্বানমন্ত্র আর রুশো-ভল্তেয়ারের ভাবনাচিন্তা শতাব্দীর এক সন্ধিক্ষণে ইংল্যান্ডের নবীন কবিপ্রজন্মের মানসমণ্ডলে এক তোলপাড় ঘটিয়েছিলো। রোমাণ্টিক চেতনার উন্মেষ ও রোমাণ্টিক সাহিত্যের বিকাশে আর এক প্রধান প্রেরণা ছিলো মধ্যযুগ। এই মধ্যযুগই ছিলো নানা ধরনের 'রোমান্স'-এর সুতিকাগৃহ ; অ্যাডভেঞ্চার ও বীরত্ব, কল্পনামধুর প্রেমকাহিনি, অদ্ভুত ও অবাস্তব ঘটনা নিয়ে লেখা রোমাণ্টিক কাহিনি-কাব্য সমৃদ্ধ করেছিলো ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয় সাহিত্যকে। মধ্যযুগীয় রোমান্সের রহস্যমধুর জীবনধারার প্রভাব পড়েছিলো রোমাণ্টিক কবি-লেখকদের ওপর ; কোলরিজের 'Kubla Khan' কিংবা কিটসের 'The Eve of St. Agnes'-এর মতো কবিতা, ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি, জার্মান কবি হাইনে ও ফরাসি লেখক Chateaubriand প্রমুখের রচনায়। হোরেস ওয়ালপোলের *The Castle*

of Otranto ও তাঁর সতীর্থ লেখকদের গথিক উপন্যাসে মধ্যযুগের পুনর্নির্মাণে শিহরণ সৃষ্টি হয়েছিলো অতীতের ছায়াঘন স্মৃতি আর অতিপ্রাকৃত রহস্যে।

রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যাদর্শে 'কল্পনা'-র কেন্দ্রীয় গুরুত্বের কথা আগেই বলেছি। এই 'কল্পনা' রোমান্টিকদের কাছে এক ঐশীশক্তি, যাকে কোলরিজ অভিহিত করেছিলেন 'esemplastic power' নামে। এই শক্তির লক্ষ্য সব পরস্পরবিরোধী উপাদানের সুসমন্বয়— 'the balance or reconciliation of opposite or discordant elements'. 'বৈপরীত্যের মিলন' বা 'Unity of Opposites'-এর এই ধারণা ছিলো জার্মান রোমান্টিকতার মূল সূত্র। কোলরিজের *বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া*-য় এই 'কল্পনা' বিষয়ক তত্ত্বটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছিলো। *লিরিক্যাল ব্যালডস্*-এর 'মুখবন্ধ' (Preface) যদি রোমান্টিক কাব্যাদর্শের প্রথম ইস্তাহার বলে গৃহীত হয় থাকে, তাহলে 'বায়োগ্রাফিয়া'-কে বলতে হবে কবিতার জন্ম ও অস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম 'সত্তাগত অনুসন্ধান' (Ontological Enquiry)।

এবারে আমরা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবনের উদ্দেশ্যে রোমান্টিকতার কয়েকটি লক্ষণ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো :

(ক) প্রকৃতি ও নিসর্গপ্রীতি : উদার, উন্মুক্ত, লীলাচপল প্রকৃতি ও পল্লীনিসর্গের প্রতি নিবিড় অনুরাগ ও মমত্ব ছিলো রোমান্টিক সাহিত্যের অন্যতম লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য। গভীর সৌন্দর্যপিপাসা ও রহস্যবোধের তাড়নায় রোমান্টিক কবি-লেখকরা প্রকৃতির মর্মে প্রবেশ করে তার অন্তর্লীন আনন্দ ও প্রশান্তির স্বরূপ উদঘাটন করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতি দেখা দিয়েছে শান্ত রসাস্পদ চিন্তার বাহন রূপে। শেলির কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা উদ্দীপনাময় এবং প্রেমের প্রবর্তনায় গভীর। সৌন্দর্যের একান্ত পূজারী কিট্‌সও প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের জগতের অকৃত্রিম অনুরাগী। কেবলমাত্র প্রকৃতি জগতের বহিরঙ্গের মাধুর্যবর্ণনা নয়, রোমান্টিক কবি-শিল্পীরা তার মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন এক সজীব, চৈতন্যময়, প্রাণদ সত্তা। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মানবমনের বিচিত্র ভাবাবেগ ও রহস্য চেতনা, ক্রম-বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় জেমস টমসনের The Seasons থেকে শুরু করে ব্লেকের গীতিকাব্যের সময় পর্যন্ত। রোমান্টিক কবিসাহিত্যিকদের এই প্রকৃতি প্রীতি প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক রুশোর *The New Heloise* (1761) এবং *Emile* (1762)-র। প্রকৃতি থেকে শিক্ষালাভ, প্রকৃতির মধ্যে এক সজীব, প্রাণদায়ী শক্তির উপলব্ধি, শৈশব সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ ইত্যাদি অনেক বিষয় যা ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো, সেগুলি রুশোর কাছ থেকেই পাওয়া।

(খ) মানবপ্রেম/সহজ সরল জীবনের প্রতি মমত্ববোধ : প্রকৃতি তথা নিসর্গ প্রেমেরই সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় হিসেবে মানবপ্রেম ও সহজ সরল জীবনের প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ সঞ্চারিত হয়েছিলো রোমান্টিক কাব্য ও গদ্যসাহিত্যে। প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তনের আকুলতার পেছনে যেমন ছিলো রুশোর ভাব-ভাবনা, তেমনি মানবতার মহিমা উপলব্ধি ও প্রেমের শক্তির জয়গানে রুশোর প্রভাব ছিলো অপরিসীম। প্রকৃতি ছিলো এক সহজ, আদিম সারল্যের প্রতিমূর্তি আর সেই প্রকৃতি ও তাঁর সান্নিধ্যধন্য জীবনের মৌলিক সারল্যের প্রতি রোমান্টিকদের ছিলো অগাধ মমত্ববোধ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লুসিকে নিয়ে যে অসামান্য কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তাতে এক সাধারণ গ্রাম্য বালিকা রূপান্তরিত হয়েছিলো আনন্দ ও পবিত্রতার প্রতীকে, প্রকৃতির সত্তায় লীন এক একাত্ম অনুভবে। ব্লেক শৈশবের সরল স্বপ্নময়তাকে প্রোজ্জ্বল করেছিলেন তার 'Songs of

Innocence'-এ ; বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এমন নিসর্গ-তন্ময়তা ও প্রকৃতি-মানুষের নিবিড় সংযোগ দেখা গিয়েছিলো বিহারীলালের রচনায়, তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, রবীন্দ্রোত্তর পর্বে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি ও মানবঅস্তিত্বের আত্মমগ্ন মননে ; বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* ও *আরণ্যক*-এ প্রকৃতি ও মানুষের আশ্চর্য মিথোজীবিতায়।

(গ) অপার বিস্ময় ও রহস্যবোধ : বাস্তববাদী কিংবা বস্তুতান্ত্রিক চেতনার অনুসারী শিল্পী যখন জীবনের নানা সমস্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সমালোচনামূলক ভাষ্য অথবা সম্ভাব্য পথনির্দেশ উপস্থাপিত করেন, রোমান্টিক কবি-লেখকেরা তখন বাস্তবতা ও বস্তুজগতের সীমা অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত, রাহসিক অনুভবের ভাবলোকে উত্তরণে প্রয়াসী হন। প্রত্যক্ষ বাস্তবের দূরবর্তী এক সৌন্দর্যমণ্ডিত মনোজগতের বিস্ময়-নীলাঞ্জন ঘোর লাগায়, বিস্ময়বোধের আবেগ মোহিত করে রোমান্টিক শিল্পীসত্তাকে। এদিক থেকে দেখলে 'রোমান্টিসিজম' হলো 'রিয়ালিজম'-এর বিপরীত মেরুর দৃষ্টিভঙ্গী। অ্যাবারক্রম্বি তাই 'রোমান্টিকতা'কে বলেছেন 'a tendency away from actuality.' প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে রোমান্টিক কবি-মানস নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং অন্তর্জগতের গভীরতর অভিজ্ঞতার অভিমুখে নিজেকে চালিত করে— 'Romanticism is a withdrawal from other experience in order to concentrate on inner experience'. এই অন্তর্মুখিনতা, শিল্পী-চৈতন্যে অপার বিস্ময়বোধের এই অদ্ভুত রোমাঞ্চ 'রোমান্টিকতা'র অভ্রান্ত লক্ষণ।

(ঘ) অতীতচারিতা : তাঁদের সমকালীন জীবনের সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশাসন ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রোমান্টিকরা এতই বীতরাগ ও আস্থাহীন ছিলেন যে, তাঁরা বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন অতীতে, দূরবর্তী ও অতিক্রান্ত জীবনধারার কাল্পনিক সৌন্দর্য ও মায়াময় স্মৃতিতে। যেমন জীবনানন্দ তাঁর অজস্র কবিতায় ফিরে গেছেন ব্যাবিলন-মিশরের প্রাচীন সভ্যতায়, 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে'। প্রাচীন গাথা, লোককথা, কিংবদন্তী, পুরাণ ও ইতিহাসের বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে রোমান্টিক কবি তাঁর সৌন্দর্যলোক নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করেন। স্কটের উপন্যাসে ও কোলরিজের কবিতায় মধ্যযুগ, কিটস্ ও শেলির কাব্যে প্রাচীন গ্রিসের রূপক ও পুরাণ নতুন করে বর্ণময় হয়ে ওঠে অপরূপ স্মৃতিমেদুরতায়।

(ঙ) অতিপ্রাকৃতের রহস্যানুভব : ওয়ালপোল-র‍্যাডক্লিফ প্রমুখের গথিক উপাখ্যানে এবং কোলরিজের Ancient Mariner, Christabel ও Kubla Khan-এর মতো কবিতায় এক অতিপ্রাকৃত শঙ্কা ও রহস্যের শিহরণ আছে। কিট্‌স্‌ও তাঁর 'Lamia', 'Isabella', 'La Belle Dame Sans Merci' প্রভৃতি কবিতায় এক অপার্থিব, অতিলৌকিক জগতকে আভাসিত করেছেন। রোমান্টিক কবি-লেখকদের মধ্যে অতিপ্রাকৃত স্বপ্নলোকের ফ্যানটাসি-নির্মাণের এক আগ্রহ লক্ষ করা যায়, কোলরিজ যাকে বিবৃত করেছিলেন "willing suspension of disbelief" বলে।

(চ) বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের বেদনা : রোমান্টিক কবিমানস সর্বদা পীড়িত ও বিভক্ত হয়েছে যন্ত্রণা ও হতাশায় তমসাঘন বাস্তব ও আদর্শ কল্পলোকের উজ্জ্বল চিরস্থায়িত্বের এক অসমাধেয় দ্বন্দ্বে। প্রকৃতির প্রাচুর্য ও প্রশান্তি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে এক অনিঃশেষ আনন্দের আস্তিক্য প্রত্যয় তৈরি করলেও, কিটস্-শেলি-কোলরিজের কবিতায় বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের বেদনা নানাভাবে অনুভূতিপ্রবণ কবিমনের অসহায়তাকে ব্যক্ত করেছে। মানবজীবনের দুঃখক্লেশ, প্রেমের অপূর্ণতা, সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব, ক্ষয় ও মৃত্যু নিরন্তর ব্যথিত করছে স্বপ্নসন্ধানী কবিকে। কোথাও সে বেদনা তীব্র আর্তির আকার নিয়েছে, আবার অন্য কোথাও তা হয়েছে সংযত।

(ছ) সৌন্দর্যপ্রেম, সুন্দরের উপাসনা : নিষ্ঠুর সময়শাসিত মরজগতের স্বল্পমেয়াদী অস্তিত্ব ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট বাস্তবের ঊর্ধ্বে শাশ্বত সুন্দরের প্রতি রোমান্টিকদের ছিলো প্রবল অনুরাগ। এঁরা ছিলেন সুন্দরের ঐকান্তিক পূজারী। সৌন্দর্য-উপাসনার আকুতি সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয় কিটসের কবিতায়—'A thing of beauty is a joy of ever.'

(জ) আধ্যাত্মিকতা, আদর্শবাদী স্পৃহা : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তথা পার্থিব অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে রোমান্টিক কবিমানস পাড়ি দিয়েছে এক সদাভাস্বর দিব্যলোকে। প্রকৃতির গভীর অন্তঃপুরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুনেছেন এক অলৌকিক সঙ্গীত ; মনশ্চক্ষে দেখেছেন 'সকল বস্তুর অন্তর্জীবন' ('the life of things') : স্কাইলার্কের স্বর্গীয় সুরলহরীতে, কিংবা উদ্দাম পশ্চিমা বাতাসের মত্ততায় শেলি দেখেছেন এক অক্ষয় ঊর্ধ্বলোকের লীলাশক্তিকে। প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য নির্মাণের বাসনায় রোমান্টিক মন ব্যাপৃত থেকেছে এক অলৌকিক শক্তির উপলব্ধিতে। সময়প্রবাহে ধৃত ক্ষয় ও বিনাশের মর্ত্যসীমা চূর্ণ করতে স্বপ্নদর্শী রোমান্টিক শিল্পীমানস প্রাণিত হয়েছে এক আদর্শ জগতে উত্তরণের স্পৃহায়।

(ঝ) ভাষা ও শৈলীর নতুনত্ব : ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর *লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স*-এর 'Perface' -এ রোমান্টিকদের ভাষা ও শৈলী বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যে আলোচনায় অষ্টাদশ শতকের প্রথাসর্বস্বতা, সংযম ও শৃঙ্খলা, ছন্দোবদ্ধ পদবিন্যাস ও যুগ্ম-পয়ারের একাধিপত্য খর্ব করে এক সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা ও সরল, স্বাভাবিক শব্দচয়নের কথা বলেছলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। অলঙ্কারবহুল, কৃত্রিম কাব্যরীতির পরিবর্তন সাধন ছিলো রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।

পরিশেষে রোমান্টিক কবি তথা শিল্পীসত্তার আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলির উদাহরণ হিসেবে কিছু কবিতার নির্বাচিত অংশ উদ্ধার করছি :

ক. দূরে বহুদূরে/ স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে / খুঁজিতে গেছিনু কবে
শিপ্রা নদীর পারে / মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে। [রবীন্দ্রনাথ, 'স্বপ্ন']

খ. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,/ মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের' পর/হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়াছে দিশা/ সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে / দারুচিনি দ্বীপের ভিতর / তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে...।

[জীবনানন্দ, 'বনলতা সেন']

গ. Away! away! for I will fly to thee/Not charioted by Bacchus and his pards,/ but on the viewless wings of poesy... [Keats, 'Ode to a Nightingale']

ঘ. A motion and a spirit, that impels/All thinking things, all objects of all thought,/and rolls through all things. [Wordsworth, 'Tintern Abbey']